ব্রি ধান৮৬

জিরার চেয়ে চিকন বেশী
ছেলে বুড়ো খেয়ে খুশি

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৮৬ এর কৌলিক সারি BR(Bio)8072-AC8-1-1-3-1-1। প্রথমে ইরান থেকে সংগৃহীত জাত Niamat এর সাথে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত কৌলিক সারি BR802-78-2-1-1 এর সংকরায়ণ করা হয়। পরবর্তীতে F_1 generation এ এ্যান্থার কালচার পদ্ধতি (জীব প্রযুক্তি) ব্যবহার করে হোমোজাইগাস গাছ তৈরি করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা মাঠে উক্ত কৌলিক সারিটির ৫ বৎসর ফলন পরীক্ষা করার পর বোরো ২০১৫-১৬ মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষা হয়। ফলন পরীক্ষা সন্তোষজনক হওয়ায় কৃষকের মাঠেবোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৭ সালে জাতটি ছাড়করণ করা হয়।

ব্রি ধান৮৬

জাতের বৈশিষ্ট

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ৯৫ সেঃ মিঃ।
- গাছের কান্ড শক্ত তাই ঢলে পড়েনা।
- পাতা গাঢ় সবুজ এবং ডিগ পাতা খাড়া।
- দানার মাথা সামান্য বাঁকা কিন্তু চাল সোজা ও লম্বা। দানা লম্বা ও চিকন। দানার রং খড়ের মত, ধানের ছড়ার অগ্রভাগের ৩-৫ দানায় খুব ক্ষুদ্র শুঙ্গ থাকে।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২২.৮ গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি লম্বা ও চিকন এবং ভাত ঝরঝরা ও খেতে সুস্বাদু।
- অ্যামাইলোজ ২৫% এবং চালে প্রোটিন এর পরিমাণ ১০.১%।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

গাছ খাট ও গোড়া শক্ত হবার কারণে ঢলে পড়েনা বিধায় হারভেষ্টারের মাধ্যমে ফসল কর্তনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। চালের আকার আকৃতি লম্বা ও চিকন থাকায় কৃষক ধানের দাম বেশী পাবে। এছাড়াও চাল সরু হওয়ায় এ ধানের চাল বিদেশে রপ্তানীযোগ্য।

জীবনকাল

এ জাতের জীবন কাল ১৪০-১৪৫ দিন।

ফলন

এ জাতটি হেক্টরে ৬.০-৬.৫০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ৭.৭৮ টন/হেক্টর পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ জাতটি বোরো মৌসুমে সেচ নির্ভর চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী বোরো ধানের মতই।

১. বীজ বপনের সময় ঃ বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ১৫ নভেম্বর-৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত (১-২৩ অগ্রহায়ন)।

২. **চারার বয়স ঃ** ৩৫-৪০ দিন।

৩. **রোপন দুরত্ব ঃ** ২০×১৫ সেমি

৪. **চারা রোপনের সময়ঃ** ২৫ ডিসেম্বর-১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত (১১ অগ্রহায়ন -০২ মাঘ)

৫. **চারার সংখ্যা ঃ** প্রতি গুছিতে ২/৩টি করে।

৬. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা) ঃ**

৬.১	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা
	৩৫-৪০	১২-১৪	১৫-২০	১২-১৫	১-১.৫

৬.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, অর্ধেক এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা- রোপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক এমপি তৃতীয় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

৭. **আগাছা দমন ঃ** চারা রোপণের পর অন্তত ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে এডাব্লিউডি পদ্ধতি ব্যবহার করা উত্তম।

৯. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৮৬ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা উচিৎ। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

১০. **ফসল কাটা ঃ** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ২৩ চৈত্র-৭ বৈশাখ (৭ এপ্রিল-২০ এপ্রিল)।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd